দোমোহনিতে দুঃস্বপ্ন

দুর্ঘটনার তদন্তে সময় লাগবে ছয় মাস

ট্রেন চালানোর মহড়া আজ

পূর্ণেন্দু সরকার ও সৌরভ দেব

জলপাইগুড়ি, ১৪ জানুয়ারি : দুর্ঘটনার অভিঘাত দেখে অনেকে আশঙ্কা করেছিলেন, দোমোহনির কাছে রেললাইন হয়তো অনেক মৃত্যুর সাক্ষী হবে। বাস্তবে মৃতের সংখ্যা ৯-এ থেমে যাওয়ায় কিছুটা যেন স্বস্তি এল। দুর্ঘটনাগ্রস্ত বিকানের-গুয়াহাটি এক্সপ্রেসের কামরা থেকে বৃহস্পতিবার রাতেই উদ্ধারকাজ শেষ করে ফেলে রেল দপ্তর।

শুক্রবার দিনভর চলে রেললাইনে যাতায়াত স্বাভাবিক করার তৎপরতা। প্রায় যুদ্ধকালীন তৎপরতায় ক্ষতিগ্রস্ত কোচগুলিকে বড় বড় ক্রেন দিয়ে রেললাইন থেকে সরানোর কাজ চলে। রেলকর্মীদের এই ব্যস্ততার মাঝে রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণ সহ অনেক মন্ত্রী ও উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা উপস্থিত হয়েছিলেন দুর্ঘটনাস্থলে।

এসেছিলেন রাজস্থানের দুই মন্ত্রী। একজন শক্তিমন্ত্রী ভানোয়ার সিং এবং অন্যজন বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তরের মন্ত্রী গোবিন্দ রাম। জানা গিয়েছে, ট্রেনটিতে রাজস্থানের অনেক বাসিন্দা যাত্রী হিসেবে ছিলেন বলে খোঁজখবর নিতে তাঁরা এসেছিলেন । ক্ষতিগ্রস্ত রেললাইন মেরামত করে নতুন লাইন পাতার কাজ শুরু হয় শুক্রবার দুপুরেই। শুক্রবার সন্ধ্যার মধ্যে সব কামরা রেললাইন থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে।

এদিন ভোর থেকে ঘন কুয়াশার মধ্যে লাইট জ্বালিয়ে কাজ করতে দেখা গিয়েছে উদ্ধারকারীদের। সকাল ৮টায় ঘটনাস্থলে পৌঁছে বগি সরানোর কাজে তদারকি করেন উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের জেনারেল ম্যানেজার আনশুল গুপ্তা। দুপুর ১টায় আসেন রেলওয়ে প্রোটেকশন ফোর্সের ডিজি সঞ্জয় চন্দ। তিনি রেল আধিকারিক, সিকিউরিটি অফিসার এবং জলপাইগুড়ির পুলিশ সুপার দেবর্ষি দত্তকে নিয়ে দুর্ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন।

ঘটনাস্থলে ফরেন্সিক দল পাঠাতে তাঁকে ফোনে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করতে শোনা যায়। ট্রেনের চালকদের কাছ থেকে তিনি দুর্ঘটনার ব্যাপারে বিস্তারিত বোঝার চেষ্টা করেন। রেলওয়ে সেফটি সিকিউরিটি কমিশনার লতিফ খানও ঘটনাস্থলে যান। তিনি উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের জেনারেল ম্যানেজার আনশুল গুপ্তাকে দুর্ঘটনার কারণ জানাতে কয়েকজন দায়িত্বশীল অফিসারকে নিয়ে তদন্ত করতে বলেন।

সেফটি কমিশনার শনিবার থেকে প্রত্যক্ষদর্শী, ট্রেনচালক, যাত্রী সহ আরও অনেকের বয়ান লিপিবদ্ধ করবেন বলে জানা গিয়েছে। তিনি পরে জানান, দুর্ঘটনার তদন্ত শেষ করতে ৬ মাস সময় লাগতে পারে। পরে জলপাইগুড়ির বিভাগীয় কমিশনার অজিতরঞ্জন বর্ধন, জেলা শাসক মৌমিতা গোদারা বসু এবং রেলের ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের আধিকারিকরা ঘটনাস্থল ঘুরে দেখেন।

ক্ষতিগ্রস্ত ইঞ্জিন খতিয়ে দেখছেন রেলমন্ত্রী। -সংবাদচিত্র

রেল দপ্তর সূত্রে খবর, শনিবার নতুন করে পাতা লাইনে ট্রেন চালানোর মহড়া দেওয়া চলবে। যদিও যাত্রীবাহী ট্রেন কবে থেকে এই পথে চলবে, তা এদিন রাত পর্যন্ত নিশ্চিতভাবে জানায়নি রেল দপ্তর। দুর্ঘটনার জন্য বিকানের-গুয়াহাটি এক্সপ্রেসের চালকের বিরুদ্ধে এদিন অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে বলে রেল পুলিশ সূত্রে জানানো হয়েছে। চালকের বিরুদ্ধে অনিচ্ছাকৃত খুনের অভিযোগে মামলা রুজু করছে রেল পুলিশ।

দুর্ঘটনায় আহত ২৯ জনকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় বৃহস্পতিবার ভর্তি করা হয়েছিল জলপাইগুড়ি সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে। পুরুষ এবং মহিলা মিলিয়ে শুক্রবারও সেখানে ২৩ জন চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

কখনও ইঞ্জিনের তলায়, কখনও কেবিনে রেলমন্ত্রী

শুভদীপ শর্মা

দোমোহনি, ১৪ জানুয়ারি : রেললাইনে দুর্ঘটনাস্থলে ছুটে যাওয়া রেলমন্ত্রীদের দস্তুর। বিকানের-গুয়াহাটি এক্সপ্রেস বেলাইন হওয়ায় ৯ জনের মৃত্যুর পর বর্তমান রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণও এলেন জলপাইগুড়ি জেলার দোমোহনিতে। আগ্রহ নিয়ে বোঝার চেষ্টা করলেন দুর্ঘটনার কারণ। আশ্বাস দিলেন, ত্রুটি শুধরে নেওয়া হবে।

দুর্ঘটনাস্থলে পৌঁছাতে তিনি ট্রলিতে চেপে যান প্রায় ৩০০ মিটার। ট্রেনের ইঞ্জিনের চাকার পাশে উবু হয়ে বসে রেলকর্তাদের কাছ থেকে শুনে নেন সমস্যা কী হয়েছিল। পরে রেলমন্ত্রী বলেন, 'প্রাথমিকভাবে মনে হচ্ছে, ইঞ্জিনের যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। হঠাৎ কোনও যন্ত্রাংশ বিকল হয়ে যেতে পারে। সব যন্ত্রাংশ আলাদা করে পরীক্ষা করা হবে। পূর্ণাঙ্গ তদন্তের পর নিশ্চিতভাবে বলা যাবে কীভাবে দুর্ঘটনা ঘটল।'

ইঞ্জিনের চাকার সমস্যা খুঁটিনাটি দেখা ও শোনার ওপর রেলমন্ত্রীকে ইঞ্জিনে উঠে পড়তে দেখা যায়। চালকের কেবিনে ঢুকেও তিনি সমস্যা বোঝার চেষ্টা করেন। পরে তাঁকে বলতে শোনা যায়, 'ঘটনাটি নিঃসন্দেহে মর্মান্তিক।' অকুস্থলে এসে দুর্ঘটনার অভিঘাত বুঝতে পেরে তিনি ওই মন্তব্য করেছেন বলে মনে করা হচ্ছে। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে বৃহস্পতিবার রাতেই অশ্বিনী দিল্লি থেকে রওনা হয়েছিলেন।

শুক্রবার সকাল পৌনে ১০টা নাগাদ বিশেষ ট্রেনে তিনি দোমোহনি স্টেশনে পৌঁছোন। এমনিতে এই স্টেশনটির তেমন গুরুত্ব নেই। কোনও দূরপাল্লার ট্রেন তো নয়ই, সব প্যাসেঞ্জার ট্রেনেরও দোমোহনিতে স্টপেজ নেই। রেলমন্ত্রীর সফরের কারণে এদিন সকাল সকাল ভিড় হয়ে যায় এই স্টেশনে। রেলকর্মীদের পাশাপাশি রেলমন্ত্রীকে দেখতে চলে আসেন অনেক স্থানীয় বাসিন্দাও।

দুর্ঘটনাস্থল ঘুরে দেখে রেলমন্ত্রী জানান, এই দুর্ঘটনায় ইতিমধ্যে দুটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিশনার অফ রেল সেফটির নেতৃত্বে একটি কমিটি কাজ করবে। রেলের বিধিবদ্ধ কমিটি আরেকটি তদন্ত করবে। দুটি কমিটিকে দ্রুত তদন্ত শেষ করে রিপোর্ট দিতে বলা হয়েছে। রেলমন্ত্রী আসার আগে শুক্রবার সকাল ৬টা নাগাদ ঘটনাস্থলে পৌঁছে গিয়েছিলেন কেন্দ্রীয় সংখ্যালঘু উন্নয়নমন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী জন বারলা। দোমোহনিতে রেলমন্ত্রীকে স্বাগত জানান উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের জেনারেল ম্যানেজার আনশুল গুপ্তা। দুর্ঘটনাস্থল দেখে সড়কপথে রেলমন্ত্রী প্রথমে ময়নাগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতাল, পরে জলপাইগুড়ি সুপারস্পেশালিটি হাসপাতাল ও উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজে চিকিৎসাধীন যাত্রী ও তাঁদের পরিবারের সঙ্গে কথা বলেন। সবরকম সহযোগিতার আশ্বাস দেন মন্ত্রী। তিনি জানান, দুর্ঘটনায় মৃতদের পরিবারকে ইতিমধ্যে যে পাঁচ লক্ষ, গুরুতর আহতদের এক লক্ষ টাকা ও কম আহতদের ২৫ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ ঘোষণা করা হয়েছে, তা দিতে ইতিমধ্যেই প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গিয়েছে।

কামরা না বদলালে দুর্ঘটনাই ভবিতব্য

শুভজিৎ অধিকারী

শিলিগুড়ি, ১৪ জানুয়ারি : গত অক্টোবরের শেষ দিক। কলকাতা থেকে শিলিগুড়ি ফিরছি কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেসে। একটু আরামের খোঁজে এসি টু টিয়ার কামরায় টিকিট কেটেছিলাম। কিন্তু শিয়ালদায় ট্রেনে উঠতেই দমে গেল মনটা।

এসি কামরার ভিতরে যে আরেকটি দরজা থাকে, সেটা দেখি ভেঙে কার্যত ঝুলছে। ঠেলে ঢুকতে গেলেই বিকট আওয়াজ। মাথার ওপর এসির ডাক্ট ভাঙা। সেখান থেকে হুহু করে ঠান্ডা হাওয়া আসছে। কোভিডকালে বালিশ-চাদর দেওয়ার রেওয়াজ উঠে যাওয়ায় কামরায় রেলকর্মীদেরও আর দেখা নেই।

ট্রেন ছাড়ার অনেক পর একজন অ্যাটেনড্যান্টের দেখা। তবে তাঁর কাছে যে যন্ত্রপাতি রয়েছে, তা দিয়ে কিছুই সারানো সম্ভব নয়। যার নিট ফল, রাতে কেউ ওই দরজা খুললেই বিকট আওয়াজ এবং তার সঙ্গে ঠান্ডায় কাঁপুনি।

এটা একটা ঘটনামাত্র। এরকম প্রতিদিনই চলে। সমস্যা থাকবে ধরে নিয়েই ট্রেনে চাপে মানুষ। ট্রেনের কামরা নিয়ে কোনও অভিযোগ নেই, এমন যাত্রী বোধহয় খুঁজে পাওয়া একটু মুশকিল।

বছরে বেশ কয়েকবার কলকাতা-শিলিগুড়ি যাতায়াত করতে হয়। বৃহস্পতিবার দোমোহনিতে ট্রেন দুর্ঘটনার পর থেকেই মনে হচ্ছে, এমন ঘটনা তো আমার সঙ্গেও ঘটতে পারত!

কলকাতা থেকে উত্তরবঙ্গে যেসব ট্রেন চলাচল করে, সেগুলিতে যেসব কামরা ব্যবহার করা হয়, তাতে যে কোনওদিন আরেকটা দোমোহনি হতে পারে। হয় না, তার কারণ স্রেফ ভাগ্য। রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণ শুক্রবার ময়নাগুড়িতে এসে ইঙ্গিত দিয়েছেন, দোমোহনির দুর্ঘটনার জন্য ইঞ্জিনের সমস্যা দায়ী হতে পারে। কিন্তু তা যদি হয়েও থাকে, কামরার গুণগত মান ভালো হলে এভাবে দুমড়ে-মুচড়ে গিয়ে এতগুলো প্রাণ চলে যেত না।

উত্তরবঙ্গে আসতে যেসব ট্রেন সবচেয়ে বেশি যাত্রীরা ব্যবহার করেন, তার মধ্যে দার্জিলিং মেল, পদাতিক, শতাব্দী, সরাইঘাট বা কামরূপ এক্সপ্রেসে এখন এলএইচবি কোচ ব্যবহার করা হয়। জার্মান প্রযুক্তিতে তৈরি এই কোচ তুলনামূলকভাবে নিরাপদ। দোমোহনির দুর্ঘটনায়

> কলকাতা থেকে উত্তরবঙ্গে যেসব ট্রেন চলাচল করে, সেগুলিতে যেসব কামরা ব্যবহার করা হয়, তাতে যে কোনওদিন আরেকটা দোমোহনি হতে পারে। হয় না, তার কারণ স্রেফ ভাগ্য।

যেভাবে একটি কামরা, আরেকটি কামরায় ভিতর ভেঙে ঢুকে গিয়েছে, এলএইচবি কোচ হলে তা হত না। কয়েক মাস আগেই অসমে বেলাইন হয়ে গিয়েছিল সরাইঘাট এক্সপ্রেসের চারটি কামরা। সেবার কিন্তু কারও প্রাণহানি হয়নি।

এ তো গেল ভালো দিক, কিন্তু বাকি ট্রেন? কাঞ্চনকন্যা, কাঞ্চনজঙ্ঘা, উত্তরবঙ্গ, তিস্তা-তোর্ষা, গৌড় বা বালুরঘাট এক্সপ্রেসের মতো বেশিরভাগ ট্রেন এখনও চলে আইসিএফ কামরায়। বিকানের-গুয়াহাটি এক্সপ্রেসেও এই আইসিএফ কামরাই ছিল। পুরোনো প্রযুক্তির এই কামরার মূল সমস্যাই হচ্ছে, দুর্ঘটনা হলে একটা আরেকটির ওপর উঠে যায়। ফলে বাড়ে প্রাণহানির শঙ্কা।

আতঙ্কের এখানেই শেষ নয়। কাঞ্চনকন্যা বা উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেসের কামরাগুলো একটু খেয়াল করলে দেখবেন, জানলার কোণ, নীচের দিকের অংশ- বিভিন্ন জায়গায় অজস্র লোহার পাত ঝালাই করে আটকানো আছে। সোজাকথায়, জোড়াতাপ্পি। দুর্ঘটনা ঘটলে এই লোহার পাতগুলিই ভেঙে প্রাণঘাতী হয়ে উঠতে পারে।

আর ভিতরে? স্লিপার কামরা হলে ভাঙা জানলা, ভাঙা সুইচ বোর্ড, বাথরুমে ভাঙা কল। এসি কামরা হলে ভাঙা এসি ডাক্ট, বিভিন্ন জায়গায় ঝুল-ধুলোর আস্তরণ, এমনকি ইঁদুর-আরশোলার উৎপাত। রাতে যখন ট্রেন দৌড়ায়, তখন কামরাগুলি এত ভয়ংকরভাবে দুলতে থাকে, যে ভয় লেগে যায়, এই বুঝি লাইন থেকে হড়কে গেল।

ইদানীং আবার নীল রংয়ের কোচের রং বদলে হলুদ-মেরুন রং করা হয়েছে। রেলের তরফে নাম দেওয়া হয়েছে, 'উৎকৃষ্ট কোচ'। যদিও নিন্দুকরা বলে 'উচ্ছিষ্ট'। জিনিস একই রয়েছে, শুধু মোড়ক বদলেছে। প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ এই ট্রেনগুলিতে চড়েন। তার একটা বড় অংশ উত্তরবঙ্গে ঘুরতে আসা পর্যটক। তাঁরা মোটা টাকা দিয়ে টিকিট কেটে সাধারণ পরিষেবাটুকুও পাচ্ছেন না।

যাত্রীদের বাঁচাতে উপায় একটাই- যত দ্রুত সম্ভব পুরোনো কোচের বদলে আধুনিক কোচ নিয়ে আসা। রেল সেই কাজ শুরুও করেছে। আইসিএফ কোচের উৎপাদন বন্ধ হয়েছে। বহু ট্রেনে এলএইচবি কোচ লাগানো হচ্ছে। কিন্তু সেটা করতে সময় লাগবে। এটা যতদিন না হচ্ছে, ততদিন ভাগ্যকে সম্বল করে যাতায়াত ছাড়া উপায় নেই। ভারতীয় রেলের উন্নয়নের জন্য কোটি কোটি টাকা খরচ হচ্ছে, কিন্তু দোমোহনির ঘটনা ট্রেনের কামরার মান নিয়ে ফের একবার প্রশ্ন তুলে দিয়ে গেল।

দুর্ঘটনাস্থলের টুকিটাকি

রেলের ডিমভাত

দুর্ঘটনাস্থলে একদিকে সারি বসানো তাঁবু। কোথাও জেলা পুলিশের ক্যাম্প তো কোথাও সহায়তা শিবির। লাইন মেরামতি করে পরিষেবা স্বাভাবিক করার জন্য কাজ করছেন প্রচুর রেলকর্মী। তাঁদের জন্য সকাল থেকেই চলছে ডিমভাত রান্না। এক রেলকর্মী জানালেন, পেট না ভরলে এই ভারী কাজ করা সম্ভব নয়। ডিমটা সত্যিই কাজে দেবে।

সাহায্যে সব পক্ষ

দুর্ঘটনাগ্রস্ত ট্রেনের যাত্রীদের সহায়তায় বৃহস্পতিবার থেকেই ঝাঁপিয়ে পড়েছে সব রাজনৈতিক দল। তৃণমূল কর্মীরা 'বাংলার যুব শক্তি' টি শার্ট গলিয়ে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন আহতদের প্রতি। রেড ভলান্টিয়ার ব্যাজ পরে বাম কর্মীরাও হাসপাতালে গিয়ে আহতদের সাহায্য করেছেন। বিজেপির তরফে আলাদা করে উদ্যোগ নেওয়া না হলেও আরএসএসের তরফে সহায়তা তাঁবু খোলা হয়েছিল। সেখানে পানীয় জল, চায়ের ব্যবস্থা করা হয়।

ছবি পোস্ট

এখন নেতা-মন্ত্রীরা কোথাও গেলেই তাঁদের সঙ্গে থাকেন পেশাদার ক্যামেরাম্যান। তাঁরাই প্রচুর ছবি ও ভিডিও তোলেন। শুক্রবার সকালেও বড় নেতা-মন্ত্রীদের সঙ্গে ছিলেন এমন কয়েকজন ক্যামেরাম্যান। কিন্তু ভিড়ের মধ্যে ছবি তুলতে পারাই দুষ্কর। তাই সাংবাদিকদেরই অনুরোধ করে গেলেন, ভালো ছবি থাকলে পাঠিয়ে দিতে।

অ্যাম্বুল্যান্সে চেপে ফিরে যাচ্ছেন রবি ঘোষ।

দুর্ঘটনাস্থলে গিয়ে অসুস্থ রবি

কোচবিহার, ১৪ জানুয়ারি : ট্রেন দুর্ঘটনায় আহতদের পাশে দাঁড়াতে দোমোহনিতে গিয়ে শুক্রবার কিছুটা অসুস্থ হয়ে পড়েন প্রাক্তন মন্ত্রী রবীন্দ্রনাথ ঘোষ। কিছুক্ষণ সেখানে থাকার পর সুস্থ বোধ করলে পরে তিনি বাড়ি চলে আসেন। বিষয়টি নিয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে রবীন্দ্রনাথ ঘোষ বলেন, 'একটা ট্রেনের কামরার উপর আরেকটা কামরা উঠে গিয়েছে। এধরনের বিভিন্ন বীভৎসতা দেখার পর অল্প সময়ের জন্য আমার মাথা ঘুরতে থাকে। এরপর সেখানে চেয়ারে বসে পড়ি। জল খাই। তারপর সুস্থ বোধ করলে বাড়িতে চলে আসি।' বাড়িতে তিনি ভালোই রয়েছেন এবং কোনও শারীরিক সমস্যা নেই বলে জানান।

West Bengal Forest Development Corporation Limited
(WBFDCL), KB-19, Sector-III, Salt Lake, Kolkata-700106

CORRIGENDUM

Corrigendum has been added for the following NIT:-

NIT No.	Tender ID No	Division	Revised Bid Submission end date
01/WBFDCL/DM/DJ/2021-22	2021_FDCL_357382_1	Darjeeling Forest Division	18.01.2022

Details of NIT can be seen at https://wbtenders.gov.in and www.wbfdc.com

Sd/-
DM, KFCD, WBFDCL

স্পষ্ট রক্তের দাগ, এখনও আতঙ্কে স্থানীয়রা

অভিরূপ দে

দোমোহনি, ১৪ জানুয়ারি : ঘটনাস্থলে এখনও রক্তের দাগটা স্পষ্ট। জামা-জুতো ছড়িয়ে পড়ে। বাসিন্দাদের মনে বৃহস্পতিবারের আতঙ্কটা এখনও টাটকা।

ট্রেন দুর্ঘটনার সূত্রে ময়নাগুড়ির অখ্যাত জায়গাটি এখন হঠাৎ করেই সংবাদ শিরোনামে। উত্তর মৌয়ামারি এবং বাঘেরডাঙ্গা এলাকায় বড়দের পাশাপাশি ছোটরাও রাত জেগেছে। বাসিন্দারা ঘুমোবেনই বা কী করে! সারারাত গ্রামে পরপর সাইরেনের শব্দ বেজেই গিয়েছে। শুক্রবার দিনভর মন্ত্রী, আধিকারিকদের আনাগোনা লেগেই ছিল।

বৃহস্পতিবার যেখানে ট্রেন দুর্ঘটনাটি ঘটে তার একপাশে উত্তর মৌয়ামারি ও অন্যপাশে বাঘেরডাঙ্গা। এদিন ভোর ৫টা নাগাদ এলাকায় গিয়ে দেখা গেল, সবকিছু ঘন কুয়াশায় মোড়া। চলতি মরশুমে এতটা ঘন কুয়াশা এখানে এর আগে পড়েনি।

দুর্ঘটনাগ্রস্ত ট্রেনের কামরার ভিতর কোনও যাত্রী বা মৃতদেহ আটকে নেই বলে কিছুক্ষণ আগেই উদ্ধারকাজ শেষ করে রেলের সেফটি সিকিউরিটি অফিসাররা জানিয়ে দিয়েছেন। এরপর রেলের ইঞ্জিনিয়ারিং সেলের কর্মীরা ট্রেনের কামরাগুলিকে আলাদা করা শুরু করেন। কামরাগুলি সরালে ভিতরে জামা, জুতো, ব্যাগ, খেলনাগাড়ি, বিস্কুট ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে থাকতে দেখা যায়। রক্তের দাগে আগের সন্ধ্যার ভয়াবহতা যেন ফিরে ফিরে আসছিল।

দোমোহনির দুর্ঘটনাগ্রস্ত এলাকাটি রেলের আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের আওতাধীন হলেও এদিন কাটিহার ডিভিশন থেকেও কর্মীদের এলাকায় নিয়ে আসা হয়েছিল। দিনভর প্রায় দেড় হাজার কর্মী নিরলসভাবে কাজ চালিয়ে যান। দুর্ঘটনার পর দোমোহনি থেকে নিউ ময়নাগুড়ি আপলাইন সম্পূর্ণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। লাইনের প্রায় ২০০ মিটার অংশের সিমেন্টের স্লিপার ভেঙে যায়। এদিন ভোরে নিউ জলপাইগুড়ি থেকে হাইড্রলিক ক্রেন নিয়ে আসা হয়। সেই ক্রেন দিয়েই দুর্ঘটনাগ্রস্ত ট্রেনের বগি সরানো শুরু হয়। পরে আলিপুরদুয়ার

থেকে আরেকটি হাইড্রলিক ক্রেন আনা হয়। দুটি ক্রেনের সাহায্যে বগিগুলিকে লাইন থেকে সরিয়ে পাশের অংশে রাখা হয়। রেলকর্মীরা এলাকায় অস্থায়ীভাবে একটি কন্ট্রোল রুম খুলে বসেন। এলাকায় প্রচুর সিসিটিভি ক্যামেরা লাগানো হয়েছিল। দুর্ঘটনার জেরে রেলের সিগন্যালের খুঁটি এবং বৈদ্যুতিক লাইনের খুঁটি দুমড়ে গিয়েছিল। সেগুলিও এদিন নতুনভাবে লাগানো হয়। আর্থমুভারের সাহায্যে ক্ষতিগ্রস্ত রেললাইনের নীচের অংশের সিমেন্টের স্লিপারগুলি সরিয়ে দিয়ে সেখানে লোহার স্লিপার বসানো হয়েছে।

নতুনভাবে লাইন লাগানোর পাশাপাশি সিগন্যালের তারও লাগানো হয়েছে। রেলের নিজস্ব নেটওয়ার্ক সিস্টেমের তারও ছিঁড়ে গিয়েছিল। সেগুলিও এদিন মেরামত করা হয়।

গোটা দিন ধরে দুর্ঘটনাগ্রস্ত কামরাগুলিকে সরানোর কাজ চলে। নানা জায়গায় নিহত যাত্রীদের দেহাংশ দেখা যায়। রেলকর্মীরা সেগুলিকে সরিয়ে দেন। প্রতিটি কামরা থেকে যাত্রীদের প্রচুর জিনিসপত্র উদ্ধার করা হয়েছে। আরপিএফ তা নিজেদের হেপাজতে রেখেছে। প্রতিটি কামরার লাগেজ আলাদাভাবে রাখা হয়েছে। এগুলি ফিরে পেতে যাত্রীরা ময়নাগুড়ি আরপিএফ সেন্টারে যোগাযোগ করলে তা ফেরত পাবেন।

দুর্ঘটনার পর থেকেই গ্রামের বাসিন্দারা উদ্ধারকাজে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু আরপিএফ কর্মীরা এদিন সকাল থেকে বাসিন্দাদের দোমড়ানো-মোচড়ানো কামরাগুলির সামনে ঘেঁষতে দেননি। বাসিন্দারা অবশ্য হাল ছাড়েননি। কেউ ভিতরে আটকে আছেন কি না তা দূরে দাঁড়িয়েই জানতে চেয়েছেন। যদি কারও কাজে লাগা যায় তা ভেবে বাসিন্দারা এদিন দুর্ঘটনাস্থলে বহুক্ষণ ঠাঁয় দাঁড়িয়ে ছিলেন।

উত্তর মৌয়ামারি গ্রামের বাসিন্দা শংকর রায় বললেন, 'কীভাবে যে ঘটনাটি ঘটে গেল বুঝতেই পারলাম না। বাসিন্দাদের অনেকেই এখনও আতঙ্কগ্রস্ত। শক থেকে বেরোতে পারেননি। এদিন অনেকের বাড়িতেই ঠিকমতো উনুন জ্বলেনি।' এলাকার আরেক বাসিন্দা মিঠুন বর্মনের কথায়, 'আরেকটা অভিজ্ঞতাও হল। ধর্ম-বর্ণ, রাজনৈতিক রং নির্বিশেষে বাসিন্দারা যেভাবে এক হয়ে লড়াই চালালেন তা কোনওদিন ভুলব না।'